R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

জায়গা বিক্রয়

মিঞাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইঁট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীনিবাস আগরওয়ালা (পাতিয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৩১শে জুলাই ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা মহরমের গোলমাল থামাতে যৌথ উদ্যোগ নিলেন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ ও ২৪ জুলাই স্থানীয় থানার খড়িবোনা, সুজাপুর, চড়কা প্রভৃতি গ্রামে মহরমের খেলাকে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয় তা বন্ধের উদ্দেশ্যে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা যায়। গত ২৩, ২৪ জুলাই পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরে ২৫ জুলাই খড়িবোনার ঘরবাড়ী লুঠের মালসহ ১ জন ও বোমাসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে যাতে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য প্রশাসন থেকে কড়া দৃষ্টি রাখা হয়। এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে প্রশাসন আবেদন জানান। অন্যদিকে সুজাপুর, চড়কা গ্রামের বেশ কিছু পরিবার সাময়িকভাবে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে খবর। খড়িবোনার বেশ কিছু মানুষও তাঁদের ছেড়ে আসা গ্রাম রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বড়জুমলায় আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে গুজব রটছে খড়িবোনার মানুষদের উপর নির্মম অত্যাচারের বদলা নিতে জাগীবাগান, বাহুরা, গঙ্গাপ্রসাদ, বড়শিমূল, হাটপাড়ার মানুষ একজোট হচ্ছেন। এই গুজবে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটান। এই উত্তেজনা না থামাতে পারলে ঐ সব গ্রামের মানুষ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হবেন বলেও জানা যায়। খড়িবোনায় দুটি পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও ভারী বোমার আওয়াজ প্রায় দিনই পাওয়া যাচ্ছে। খড়িবোনার কোন কোন বাড়ী থেকে লুটপাটের দিন ভি সি পি, ভি সি আরসহ কিছু বিদেশী (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুর প্রশাসনের ঢিলেমিতে পুরবাসীরা কাজের ফল পাচ্ছেন না

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভা জনগণের উপকারে কাজ করার চেষ্টা করলেও প্রশাসনিক ঢিলেমিতে কোন কাজই পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। এসব নিয়ে পুরবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিলেও আত্মসন্তুষ্ট বামদলের পুর প্রশাসনের ঘুম ভাঙ্গার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মনে হচ্ছে কাজগুলো করে দিয়ে নিজেরাই গর্বিত। এতে পুরবাসীরা উপকৃত হচ্ছেন কিনা তা দেখার গরজ তাঁদের নেই। তাঁদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তাঁরা সে ব্যাপারে উদাসীন থাকেন এবং মনে করেন ওসব বিরোধীদের অপপ্রচার। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় স্থানীয় একমাত্র তহঃ বাজারের রাস্তার কথা। বহু অবহেলা উপেক্ষার পর সম্প্রতি রাস্তাটি তৎপরতার সঙ্গে নতুনভাবে তৈরী করে দিয়েছেন পুরসভা। কিন্তু রাস্তার দুধার অবরোধ করে বেআইনী পসারীদের বেচা কেনা বন্ধের কোন ব্যবস্থা নেননি তাঁরা। ফলে সুন্দর রাস্তাটি পসারীদের শাকসব্জী ও তরিতরকারীর কাদামাটি ধোওয়া জলে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে আশপাশের পুর অধিবাসীদের বিশেষ করে মেয়েদের সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত গঙ্গায় স্নান, জগন্নাথ বাড়ীতে পুজো দেওয়া এমন কি ঐ সময় বাড়ীর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রিক্সায় হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া বা বাড়ীতে ডাক্তার আনা (৩য় পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক কারণে ঋণ বন্ধ করা হয়েছে

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ভগীরথ ঘোষ রাজনৈতিক কারণে ঋণ পাবার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় ভগীরথ ঘোষ আগে সি পি এম সমর্থক ছিলেন। কিন্তু গত নির্বাচনে বি জে পি করার জন্য তাঁকে ঋণ পাওয়ায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। আই আর ডি পি প্রকল্পে শ্রীঘোষের তদন্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর শাখা সেকেন্দ্রা অঞ্চলের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে বাস বন্ধ

সাগরদীঘি : রঘুনাথগঞ্জ বহরমপুর ভায়া সাগরদীঘি রাস্তার অবস্থা বেশ বেহাল। বাস মালিকরা এ ব্যাপারে পূর্ত্ত ও সড়ক উন্নয়ন বিভাগের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন প্রতিকার না হওয়ায় বাধ্য হয়ে অনির্দ্দিষ্ট কাল বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সপ্তাহ খানেক ধরে ষ্টেট বাস ছাড়া অন্য কোন বাস এই রাস্তায় চলছে না বলে জানা যায়।

সিমেণ্ট বোঝাই ট্রাক আটক

ধুলিয়ান : গত ২৫ জুলাই দুপুরে ৩৫ বস্তা সিমেণ্ট বোঝাই একটি ট্রাক আটক করে স্থানীয় থানায় আনা হয়। ঐ সিমেণ্ট পুরসভার গোডাউন থেকে ওভারসিয়ার গৌরাঙ্গ ভকতের বাড়ীতে বেআইনীভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে সন্দেহ করায় পুলিশ তা আটক করে। ট্রাক ড্রাইভারকে প্রশ্ন করা হলে সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে না বলে। পুরপতিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তদন্তের আশ্বাস দেন। পরে খাতাপত্র পরীক্ষা করে পুর গোডাউনের ষ্টকে সিমেণ্ট কম আছে বলে জানা যায়। তদন্ত চলছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৮ সাল

শোকের স্মরণে শোক

বাল্যকালে জনৈক অখ্যাত পল্লীগায়কের গান শুনিতাম,—'মহরমের চাঁদ এল, কাঁদাতে ফের এ দুনিয়া ......'। তখন তেমন বুঝিতাম না। পরবর্তীকালে মহরম মাসের শোকাবহ ঘটনা সম্বন্ধে জানিয়াছিলাম।

মানুষ নানাবিধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তামসিকতার বশবর্তী হইয়া বহু অপপ্রয়োগে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে মূল উপলক্ষ হইতে বহুদূরে সরিয়া আসে। তাই উপলক্ষে ও প্রয়োগের আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় বিস্তর ব্যবধান চোখে পড়ে। আজকাল নানা পূজানুষ্ঠানে বহিরঙ্গের চমকদারী অন্তরঙ্গ দিকটিকে আছন্ন করিয়া দেয়। তাণ্ডবে-উল্লাসে-আড়ম্বরে ভক্তি ও পবিত্রতা যেন অন্তরালে আশ্রয় লয়।

মহরম পর্বে যে শোকাবহ দিকের দিশারী, আধুনিক কালে তাহার প্রয়োগানুষ্ঠানে বিষাদময় স্মৃতিকে অনেক দূরে যেন সরাইয়া দিতেছে। আলোকসজ্জা, বাদ্যভাণ্ড ও নানাবিধ অস্ত্রাদি বিশেষ করিয়া লাঠি, তরবারি ইত্যাদির অকৃপণ আয়োজন তথা উদ্দণ্ড উল্লাস মূল বিষয় হইতে যেন অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। অবশ্য স্থানবিশেষে মহরমের শোকাবহ স্মৃতিচারণা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে যে করা হয়, তাহাও দেখা যায়।

হাতে অস্ত্র থাকিলে সুস্থ মানুষও মানসিকভাবে কখন অসুস্থ হইয়া উঠিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। গত ২৩ জুলাই স্থানীয় চরকা মাজারে মহরমের খেলা দেখানকে কেন্দ্র করিয়া যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা এই সত্যই প্রমাণ করে।

অবশ্য মহরমের মিছিলে প্রত্যেক দলই লাঠি ছাড়াও তরবারি, হাঁসুয়া প্রভৃতি প্রকৃত অস্ত্রশস্ত্র বহন করিলেও চরকা মাজারে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে আধুনিক পদ্ধতিতে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চালান হয়। অর্থাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত মহরমী দলগুলি বোমাবাজি চালাইতে থাকে। সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, মিছিলকারী কোন কোন দল বোমা বহন করিয়া গিয়াছিল। অনুষঙ্গ হিসাবে লুটপাট চলিয়াছে। ইহার ফলে প্রাণহানি ও মারাত্মক জখম হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সুতরাং একটি শোকের পবিত্র ঘটনা স্মরণের অনুষ্ঠানে মৃতদের পরিবারে শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্ট হইল।

আবোল-তাবোল

॥ বিচ্চু ॥

অনুপ ঘোষাল

কথায় বলে শিশুর সাত খুন মাফ্। নির্দিষ্ট বয়েসের নিচে অপরাধীর বিচার হয় না। আর নেহাৎ শিশু হলে তো কথাই নেই। কেউ বেড়াতে এলেন আপনার বাড়ি। সাথের সুবোধ শিশুটি আপনার শখের পোর্সেলিনের ফুলদানিটি এক আছাড়ে একটি থোক দশটি বানালে। আপনাকে গদগদ হেসে বলতেই হবে, 'আরে ঠিক আছে ঠিক আছে। বাচ্চা তো!'

এই বাচ্চার দৌরাত্ম্যে কত সময় জীবন ওষ্ঠাগত। অথচ কোন উপায় নেই। বিচ্চু ছেলেরও তো অভাব নেই সংসারে। এক শিশু যে কোন বাড়ি গিয়েই বলে, আজ কী খাওয়াবে বলে ফেল তো।' মা তাকে কারো বাড়ি নিয়ে যাবার সময় পাখি-পড়ানোর মত শিখিয়ে নিয়ে গেলেন, 'খবরদার অমন কথা বলবে না।' ছেলে শুধালে, 'আচ্ছা, বলব না। কিন্তু কিছু দিলে খাব তো?' মা বললেন, 'বেশ'। ছেলে সেদিন পাঁচ-দশ মিনিট চুপ করে বসে রইল। মা ভাবলেন, উন্নতি হয়েছে তা হলে! হঠাৎ শিশুটি গৃহকর্ত্রীর সামনেই মাকে বললে, 'কই মা, তুমি কিছু দিলে খাবে বলেছিলে; এ মাসিটা তো কিছুই দেয় না।'

খাওয়ার গল্প আর এক শিশুর কথা মনে পড়ছে। সে অন্যের বাড়ি গিয়ে ঘুরঘুর করছে চারিদিকে। মায়েদের গল্পে মন নেই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলে, 'মা, কাকুটা আমাদের জন্য চাকরকে মিষ্টির দোকানে পাঠাল। তবে যে আসবার সময় বাবাকে বললে, এরা হাড় কেপ্পন, কিছু খাওয়ায় না।' সপ্রতিভ গৃহকর্ত্রী হেসে বললেন, 'না না, ও মিষ্টি আপনাদের জন্য নয়। সন্ধ্যেয় ভাই আসবে, তাই। আপনাদের চা হয়ে গেল।' আর একটি শিশু এতটা আহাম্মক নয়, যথেষ্ট ভদ্র। সে অনেকক্ষণ মার আঁচল ধরে উস্‌খুস্ করছিল, হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে বললে, 'কাকিমা, আমরা এবার কিন্তু যাব। যদি কিছু খেতে দিতে চাও তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।' কাকিমা দৌড়ে গিয়ে খাবার আনতে পথ পান না।

শিশুর বিচিত্র উপদ্রব। রাস্তার ধারে এক ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন। দেখলাম —একটি বছর পাঁচেকের শিশু চুপিচুপি এসে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের বোতাম খুলে পাটভাঙা ধুতির ওপর হিসি করে দিলে। উষ্ণ স্পর্শে ভদ্রলোক চমকে তাকালেন। রাগ সামলাতে না পেরে খপ্ করে ধরে ফেললেন কানটা। থাপ্পড় উঠেছে, শিশুটি কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বললে, 'আমায় মারবে? এই টুকুনি বাচ্চা, কোথায় হিছি করতে হয় না হয়—তার আমি কী বুঝি বল?'

এক বাড়ি থেকে তিন চারদিন পর আত্মীয়রা চলে যাচ্ছে। গৃহকর্ত্রী বললেন, 'আর কটাদিন থেকে গেলেন না? কী ভালটাই না লাগছিল।' সামনে ছিল ছোট শিশু, সঙ্গে সঙ্গে সে বললে, 'কেন মা মিছে কথা বলছ? কাল রাত্রে বাবাকে তো ফিশ্‌ফিশ্ করে বলছিলে, 'এরা নড়বার নাম করে না দেখছি, কদ্দিন আর জ্বালাবে? আর যাবার সময় থাকার কথা বলছ? তোমার তো হাত তালি দিয়ে নাচা উচিত মা।'

দুটি শিশুকে কোন টিউটর পড়াতে পারে না। সব কিছু করবে, শুধু পড়ালেখার ধারে কাছে যেতে রাজী নয়। ছয় সাতের ওপর বয়েস, অক্ষরজ্ঞানও হয়নি, যোগবিয়োগও শেখেনি। রাস্তাঘাটে মা বাবাকে এমন প্রশ্ন কখনও করে না, যাতে কিছু শিখে যেতে পারে। বাবা বললেন, 'একটু পা চালিয়ে চল বাপ, টাইম নেই।' ছোটটি বড়কে বললে, 'দাদা খুব সাবধান, এর মধ্যে একটা ইংরেজি আছে, শিখে ফেলিস নি যেন।' কোন লেখার দিকে নজর পড়লেই চোখ ঘুরিয়ে নেয়, এই বুঝি অক্ষর চিনে ফেললো। বাপ পাঁজি আনতে বললে চোখ বুজে দিয়ে আসে, পাছে কোন অক্ষরের দিকে নজর পড়ে যায়। এক শিক্ষক বললেন, 'অনেক দুরন্ত ছেলে সামলেছি, এদের একটু দেখি।' পকেট থেকে রঙিন লজেঞ্চুষ হাতে দিয়ে দুজনকে বললেন, 'খাও।' ফুরালে ফের দিলেন। ছেলে দুটি অম্লান বদনে চিবিয়ে দিলে। মাষ্টারমশাই শুধালেন, 'কটা খেলে?' বড়টি কিছু বলতে যাচ্ছিল, ছোটটি তার মুখ চাপা দিয়ে বললে, 'সাবধান দাদা, চল্ পালাই। মাষ্টারটা অংক শিখিয়ে ফেলবে, বহোৎ সেয়ানা!'

বিদ্যাসাগর

মানিক চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ 'The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengalee mother.' বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মধুসূদনের এই অনুভূতি সমগ্র বাঙালী জাতি এবং তদানীন্তন যুগমানসের অনুভূতিরই প্রতিফলন। প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞানগরিমা, ইংরেজ জাতির উদ্দীপনা এবং বাংলাদেশের মায়ের অন্তঃকরণ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যে স্মরণীয় মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল আজ তাঁর মৃত্যু শতবর্ষ। বিদ্যাসাগরের জীবন দর্শন 'বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার' যন্ত্র স্বরূপ। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবৃত প্রভাবে বাঙালী জাতি যখন ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব দিগভ্রষ্ট বাঙালীকে পথনির্দেশ সহায়তা করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন শোষণ ও নির্লজ্জ শাসনের অত্যাচারে ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ জর্জরিত। এর সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতা—সমস্ত কিছু দ্বারা ভারতবর্ষ যেন হৃতসর্বস্ব। এই প্রেক্ষাপটেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

নকশালদের বন্‌ধ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ জুলাই নকশাল নেতা চারু মজুমদারের ২০তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন জায়গায় বন্‌ধ পালিত হয়। বহরমপুর এবং মালদা রুটে অধিকাংশ প্রাইভেট বাস চলেনি। জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্‌ধের পক্ষে কোনো প্রচার না থাকলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাইভেট বাস বন্ধ থাকে।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বারালা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে মিল্কী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও মিল্কী প্রাইমারী স্কুলের যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ উৎসব গত ১৮ জুলাই পালিত হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বৃক্ষরোপণ করে। সমিতির সদস্যগণ সংগীত পরিবেশন করে মানুষের প্রয়োজনে বৃক্ষের উপকারিতা বর্ণনা করেন। প্রধান শিক্ষক জয়দেব মণ্ডল এবং অমরেন্দ্রকুমার মণ্ডল গাছ মানুষের প্রাণ এই বিষয়ে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করেন।

অরণ্য সপ্তাহ পালন

ফরাক্কা : সম্প্রতি স্থানীয় ব্লকের পরিচালনায় সপ্তাহব্যাপী অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। অঞ্চলগুলিতে সভা সমিতি, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা হয়। ১৪ জুলাই ধর্মডাঙ্গা, ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৬ জুলাই অর্জুনপুর, বল্লালপুর এবং ২০ জুলাই বেনিয়াগ্রাম নয়নসুখে এই উৎসব পালিত হয়। সভাগুলিতে স্থানীয় বিধায়ক, বিডিও, ফরেষ্টরেঞ্জ অফিসার, ল্যাণ্ড ইকুইজিসন অফিসার এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানগুলোতে বিনা মূল্যে ফল ও অর্থকরী গাছের চারাও বিতরিত হয়।

পুলিশের প্রশ্রয়েই দুষ্কৃতীরা বেড়ে উঠেছে

রঘুনাথগঞ্জ : এখানকার বি জে পি নেতৃত্ব মন্তব্য করেন স্থানীয় থানা এখন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য। শাসনকর্তৃত্বে অবস্থানকারী দলকে খুশী করতে থানার বড় ছোট সব বাবুরাই মেতে উঠেছেন। বি জে পি নেতৃত্ব পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেন লালখাঁনদিয়ার, সেকেন্দ্রা অঞ্চলে ভোটের পর বাড়ীঘর লুটপাটের ঘটনায় কোন রকম পুলিশী তৎপরতা দেখা যায়নি এবং লুঠের মালপত্র আজও উদ্ধার হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি খড়িবোনায় লুটপাটের প্রায় সব মালই পুলিশ দ্রুত উদ্ধার করতে তৎপরতা দেখায়।

বৃষ্টির অভাব ও সারের দাম বৃদ্ধিতে চাষীর মাথায় হাত

সাগরদীঘি : এ বছর অনিয়মিত বৃষ্টিতে চাষীদের এমনিতেই অবস্থা খারাপ, তার উপর বাজেটে সারের উপর ট্যাক্স বাড়ানোয় চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। সুবর্ষার কামনায় স্থানীয় অধিবাসীরা রঘুনাথগঞ্জ, আজিমগঞ্জ থেকে গঙ্গার জল এনে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী চন্দনবাটী শিবের মাথায় ঢালছেন।

বিদ্যাসাগর

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যাসাগর সামন্তবাদী বাধা দূর করে সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে সমাজের ব্যাধি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যাবে না। শিক্ষা সকলের জন্য। শিক্ষা শুধু পুরুষজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—নারী শিক্ষার প্রসারও একান্ত প্রয়োজন। অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। মাতৃজাতির প্রতি জীবনমন্থনজনিত বেদনাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন 'বিধবা বিবাহ প্রথা' আইন বৈধ করে। সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহনের পাশেই তাঁর আসন। এক কথায় বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল সমাজকল্যাণ প্রয়াসের মূর্ত বিগ্রহ। পরদুঃখকাতরতা ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর চরিত্রের দুর্লভ গুণ। আবার বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দান অতুলনীয়। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, শিশুপাঠ্য পুস্তক, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, ব্যাকরণ কৌমুদী ইত্যাদি গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী।'

পরিশেষে, আজ আমাদের চলার পথে নানান বাধা। এ দিকে ও দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বর্ণ বৈষম্য, জাত পাতের ঠুনকো বিচার, সঙ্কীর্ণ ধর্মচেতনা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ। এ সমস্ত অশুভ শক্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। প্রয়োজন নিরক্ষরতা দূরীকরণের। অর্থাৎ সাক্ষরতার প্রসার। আজ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবর্ষে যদি আমরা সাক্ষরতার জয়ধ্বজা সমস্ত শ্রমজীবি, শোষিত—অবহেলিত সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে তুলে ধরতে পারি তবেই এই বীরসিংহের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। বিদ্যাসাগর মৃত্যু শতবর্ষ যেন নিরক্ষর মানুষদের উৎসব বর্ষ তথা বিজয় বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত হয়। মানুষ যেন তার প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্তরিত হতে পারে।

শিক্ষক প্রয়াত

জঙ্গিপুর : গত ২৫ জুলাই রাত্রি ৩-২০ মিনিটে জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক নন্দদুলাল ঘোষাল পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭। মহাবীরতলার বাসভবনে তাঁর মরদেহে অনেকে শ্রদ্ধা জানান। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন।

প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সামগ্রী লুঠ হওয়ার খবর শোনা গেলেও গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে পুলিশকে এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করা হয়নি বলে জানা যায়। এই ঘটনার জের টেনে ২৭ ও ২৮ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানায় চরকা, সুজাপুর, দফরপুর, আইলেরউপর গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের নিয়ে কয়েক দফা আলোচনা হয় এবং একটি শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ জুলাই রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে খড়িবোনা গ্রামের লুঠের মালের একটা লিষ্ট তৈরী হয়। প্রায় ৯৫% মাল সুজাপুর, চড়কা, আইলেরউপর, দফরপুর ইত্যাদি গ্রাম থেকে নিয়ে এসে দফরপুর পঞ্চায়েত অফিসের পাশে একটি ক্যাম্পে মজুত করা হচ্ছে। খড়িবোনার মানুষদের দাবী তাঁদের জিনিসপত্র ফেরৎ পেলে আর কোন অশান্তি হবে না। এই ঘটনায় লুট করা ২টি সাইকেল পুলিশ সুতি থানার একটি গ্রাম থেকে উদ্ধার করে। খড়িবোনার প্রায় ৮৫% মানুষ নিজেদের জায়গায় ফিরে এসেছেন। ২৯ জুলাই সেখানে এক জমায়েতে বর্তমান বিধায়ক আবদুল হক, প্রাক্তন বিধায়ক হবিবুর রহমান, সি পি এমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এবং কংগ্রেসের মহঃ সোহরাব এবং স্থানীয় থানার ও সি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

কাজের ফল পাচ্ছেন না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আনা সম্ভব নয়। ভুক্তভোগী ছাড়া এ সব অসুবিধা উপলব্ধি করা বোধ হয় সম্ভব নয়। তেমনি জঙ্গিপুর পাড়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে তেমাথা মোড়টিও ঐ ভাবে টাঙ্গাগাড়ী চালকদের দাপটে একরূপ বন্ধ। পুরসভা বেশ কিছু টাকা খরচ করে রাস্তার পাশে টাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ড তৈরী করে দেওয়া সত্ত্বেও কোন টাঙ্গা সেখানে দাঁড়ায় না বলে ঐ এলাকার মানুষের অভিযোগ। ঐ নব নির্মিত টাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ডটি এখন বাঁশ, বাঁশের চাটাই, খলপা প্রভৃতি বিক্রির ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের কথা পুর কর্তৃপক্ষ যদি একটু সজাগ হন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন তবে তাঁদের জনহিতকর এই সব কাজ জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে।

ট্রাক ছিনতাই এর চেষ্টা ব্যর্থ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৯ জুলাই রাতে স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমা এলাকা থেকে উজ্জ্বল সিংহ রায়ের WML 1618 নম্বর চা বোঝাই লরিটি ছিনতাই হয়। জানা যায় ঐ লরির ড্রাইভার গৌহাটী থেকে চা বোঝাই গাড়ীটি মালিকের বাড়ীর কাছে রেখে মির্জাপুরে তার বাড়ী চলে যান। গাড়ীতে খালাসি ছিল স্থানীয় গোডাউন কলোনীর অজিত হালদার। রাতে অজিতকে প্রলোভন দেখিয়ে অনৈক বাবলু দাস নামে কান্দা এলাকার এক ড্রাইভার চা বোঝাই গাড়ীটিকে নিয়ে ফরাক্কার দিকে রওনা হয়। চাঁদের মোড়ের কাছে সুতী থানার পুলিশের গাড়ী দেখে লরিটি ব্যাক করে আবার উমরপুরের দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসার সময় একটি বাসকে ধাক্কা মারে। উমরপুরে পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করলে ড্রাইভার বাবলু দাস পালিয়ে যায়। পুলিশ খালাসী অজিত হালদারসহ গাড়ীটিকে রঘুনাথগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে।

ঋণ বন্ধ করা হয়েছে

(১ম পাতার পর)

প্রধানকে বারবার তাগাদা দিলেও ঐ প্রধান ভগীরথকে সনাক্ত করতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি ঋণ পাচ্ছেন না। আই আর ডি পির লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত দুঃস্থ, গরীব মানুষদের ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সে উদ্দেশ্য বানচাল করা হচ্ছে। আরো জানা যায়, এস সি পি, বর্গাপাট্টা ফিনান্স কিংবা সরকারী যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং সরকারী অফিসের অবহেলা ও দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে প্রয়োজনীয় নামের তালিকা ঠিক সময়ে ব্যাঙ্কে অথবা অফিসে পৌঁছায় না। এজন্য বেনিফিসিয়ারদের ঋণ পেতে অসুবিধা হচ্ছে। 'এষ্টিমেন্ট কষ্ট' দীর্ঘসূত্রিতার ফলে বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক বেনিফিসিয়ার ঋণ পাচ্ছেন না। প্রকৃতার্থে তপশিলি জাতি উপজাতিরা এবং বর্গাপাট্টাধারীদের ঋণ পেতে অসুবিধা হচ্ছে। অন্য সূত্রে আরো জানা যায়, ঋণ মুকুবের অপব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক মহল থেকে গ্রামে-গঞ্জে যে অপপ্রচার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে চালনো হচ্ছে, তাতে ঋণ আদায় প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যেটা ব্যাঙ্কিং শিল্পের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর এবং পরবর্তীতে ঋণ পাবার ক্ষেত্রে গরীব মানুষেরা অসুবিধায় পড়তে পারেন।

দমকল ও মাইক্রোওয়েভ লিংক মঞ্জুর

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় শহরের বাইরে মিঞাপুর যাবার রাস্তার ধারে ইট ভাটার পাশে ফায়ার ব্রিগেড ও মাক্রোওয়েভ লিংক সেন্টার নির্মাণের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং মঞ্জুরীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বহরমপুর অফিস থেকে কলকাতায় হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় ধুলিয়ানে একটি ফায়ার ব্রিগেড ষ্টেশন হওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় কাগজপত্র মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে বহরমপুরে ফায়ার ব্রিগেড অফিসে পাঠানো হয়েছে। ধুলিয়ানে ফায়ার ব্রিগেড ষ্টেশন চালুর দাবী অনেক দিনের।

Wanted for Dhuliyan Balika Vidyalaya P. O. Dhuliyan, Dt. Murshidabad a lady teacher—B.A. with English and Bengali as compulsary subjects pref. B. Ed/P. G. B. T. Candidates are requested to be present before the selection committee for interview in the school premises on 10-8-91 at 11 A. M. with application and other necessary documents in original and two attested copies thereof. No. T.A. is admissible.

Secretary,
Dhuliyan Balika Vidyalaya

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Centre for Career Development Courses
এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—
১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।
নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ
এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়
বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ
দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার
গভঃ রেজি নং L/44399
সাগরদীঘি রোড, আইলের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেন্ট চাই

"শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স" ছ'মাস পূর্ণ করলো শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্ব্বাদে। প্রথম আবির্ভাব জঙ্গিপুর ও অর্জুনপুর। আগামী ১লা আগষ্ট লালগোলা শাখা ভূমিষ্ঠ হবে। এই স্বল্প সময়েই 'মাণিক্যাক' পলিসিতে সার্টিফিকেট হোল্ডারদের ৭২% ইনভেষ্টমেন্ট মানি ফেরৎ দেওয়া শুরু হয়েছে। কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন শতাধিক বেকার যুবক যুবতী। আগষ্ট মাসের মধ্যে কাশিয়াডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, রামপুরহাট ও মুরারই শাখার উদ্বোধন হবে।
"আর্থিক পুনর্বাসনে সকলের সেবায়"
শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।